প্রথম আলো

তারিখ ...24 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...2...

রাজনের ছোট ভাইয়ের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেওয়া চার লাখ টাকার 'শিক্ষা বন্ড' গতকাল তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ● ছবি : প্রথম আলো

প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগ

রাজনের ভাইয়ের জন্য চার লাখ টাকার শিক্ষা বন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেটে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার শিশু সামিউল আলম রাজন (১৪) বেঁচে নেই ঠিক, কিন্তু তার সেই যন্ত্রণাকাতর মুখাবয়বের ছবি হৃদয়ে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করেছে অনেকের মতোই প্রবাসী বাংলাদেশিদেরও। সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা থেকেই কয়েকজন প্রবাসী শিশু রাজনের ভাই সাজনের (৮) জন্য পাঠালেন চার লাখ টাকার 'শিক্ষা বন্ড'।

রাজনের একমাত্র ছোট ভাই শেখ সামিউল আলম সাজনের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের খরচ হিসেবে এ অর্থ পাঠিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কয়েকজন বাংলাদেশি। গতকাল শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা বন্ডটি রাজনের পরিবারের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

শিক্ষা বন্ড হস্তান্তর উপলক্ষে গতকাল রাত আটটায় সিলেট সার্কিট হাউসের সম্মেলনকক্ষে 'রাজন সংহতি' নামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সিলেট মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. কামরুল আহসান, সিলেটের সরকারি কৌসুলি (পিপি) মিসবাহউদ্দিন সিরাজ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিনুল হক ভুঁইয়া প্রমুখ এতে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইনজীবী মোহাম্মদ আব্বাছউদ্দিন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সমাজে মানবিকতার পাল্লাই ভারী। রাজনের ঘটনায় আমরা তা দেখেছি। তাই বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবিক শক্তি নিয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানের আয়োজকেরা বলেন, রাজনের মা লুবনা আক্তার ও বাবা শেখ আজিজুর রহমানের নামে রাখা এই বন্ডের 'নমিনি' সাজন। ছয় বছর পর এ টাকা দ্বিগুণ হবে। পরে তা উত্তোলন করা যাবে। অর্থদাতা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসীরা তাঁদের নাম প্রকাশ, এমনকি শিক্ষা বন্ড হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রাজি হননি।

অর্থদাতাদের একজন *প্রথম আলোকে* বলেন, রাজনকে নির্যাতনের ভিডিও চিত্র দেখে বিদেশিরাও তাঁদের কাছে এর কারণ জানতে চেয়েছেন। নিজের দেশে এমন বর্বর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির প্রতি মানবিক টান থেকেই তাঁরা রাজনের ভাইয়ের শিক্ষাজীবনের জন্য এই অর্থসহায়তা করেছেন।

সাজন সিলেটের জালালাবাদ থানার বাদেয়ালি গ্রামের কাছে অনন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। অর্থসহায়তাকারী এই ব্যক্তিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বাবা আজিজুর বলেন, 'টাকার পুরোটা সাজনের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের নিশ্চয়তা হিসেবে রক্ষিত থাকবে।'

গত ৮ জুলাই রাজনকে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডের একটি দোকানঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নির্যাতনের দৃশ্য ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিতে ভিডিও চিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরা। ২৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ডের ওই ভিডিও চিত্র নিয়ে গত ১২ জুলাই *প্রথম আলোয়* প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল।